জলাবদ্ধতা

লবণাক্ততা যেমন পরিবেশের জন্য হুমকি তেমনি জলাবদ্ধতাও এসব অঞ্চলের একটি বিরাট সমস্যা। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, স্লুইসগেট, ক্রস-ড্যাম ইত্যাদি সাতক্ষীরা জেলার বিস্তির্ণ এলাকায় সৃষ্টি করেছে জলাবদ্ধতা। ক্রমে তা ছড়িয়ে গেছে পুরো সাতক্ষীরার দক্ষিণ-পশ্চিমে।

জলাবদ্ধতার কারণ ও করণীয়

জলাবদ্ধতার কারণ ও সমাধানের পথ খুঁজে বের করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে জলাবদ্ধতার ধারণা থাকা প্রয়োজন। নিচে জলাবদ্ধতার কারণ ও সম্ভাব্য সমাধান দেয়া হল:

জলাবদ্ধতার কারণ

- যমুনা, কালিন্দি, মাদার আইবুড়িসহ বিভিন্ন নদী ভরাট হওয়া।
- এসব নদীর সংযোগ খালসমূহ ভরাট হওয়া।
- নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি চলাচল বন্ধ করা।
- নদী ভরাট করে তার উপর সড়ক ও জনপথ বিভাগের রাস্তা নির্মাণ।
- পানি নিষ্কাশনের পথ না রেখে খাস জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া।

সম্ভাব্য সমাধান

- ভরাট নদীসমূহ পুনঃখনন করে নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করা।
- আইবুড়ি, মাদার, চন্দু ও যমুনা নদীর বিভিন্ন স্থানে যে সব বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে সেসব অপসারণ।
- ত্রুটিপূর্ণ স্লুইসগেট সংস্কার করা।
- কালভার্টসমূহ উন্মুক্ত করা।
- চিংড়ি ঘের নির্মাণের পূর্বে পরিকল্পিতভাবে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- পানি নিষ্কাশনের সমস্যা সৃষ্টিকারী বাঁধ সরিয়ে ফেলা।

ভবিষ্যৎ হুমকি

- প্রতিদিনই উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা বাড়ছে। সাতক্ষীরার মত বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকাগুলো বাণিজ্যিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এসব শহরের মিঠা পানির উৎস লবণাক্ত হয়ে গেলে সে ক্ষতি পুষিয়ে ওঠা আমাদের মত দরিদ্র দেশের জন্য সম্ভব নয়।

বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণায় দেখা যায়, আগামী ১০০ বছরে সমুদ্রের পানির উচ্চতা ১০০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত বাড়বে। এর ফলে ২২,১৩৫ থেকে ২৬,৫৬২ বর্গ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গা লোনা পানির নিচে চলে যাবে। প্রায় দুই কোটি মানুষ আশ্রয়হীন হয়ে পড়বে।

উপকূলের বিস্তীর্ণ এলাকায় লবণাক্ত পানি ঢুকে কৃষি, মৎস ও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করবে। ২০৫০ সালের সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার ও অন্যান্য ক্ষতির একটি

পরিবেশ পরিবর্তনের বিষয়গুলো	পরিবেশ পরিবর্তন না হলে যা হবে	পরিবেশ পরিবর্তন হলে যা হবে
		২০৫০ সাল
২০৫০ সাল		
মোট আনুপাতিক সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি		৮৩ সেন্টিমিটার
১৫৩ সেন্টিমিটার		
ভূমি সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যাবে		৭০ সেন্টিমিটার
১৪০ সেন্টিমিটার		
উপকূলে ভাঙন		১ কিলোমিটার

আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আমাদের করণীয়

আমরা জানি, বিশ্বের জলবায়ু বদলে যাচ্ছে। আর এই বদলে যাওয়ার গতি খুবই দ্রুত ঘটছে। পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াই এর কারণ। আবার পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে পৃথিবীর বাতাসে কার্বন ও কার্বন দিয়ে তৈরি বিভিন্ন গ্যাস বেড়ে যাওয়া। বিশ্বের ধনী দেশগুলোতে বিভিন্ন শিল্পকারখানা বর্জ্য এবং নানা ধরনের ইঞ্জিন চালিত যানবাহন, খনিজ তেল ইত্যাদির থেকে কার্বন ছড়ায় সবচেয়ে বেশি। এ কার্বন দুষণ কমানোর জন্য প্রায় সবদেশের প্রতিনিধিরা জাপানের কিয়োটো শহরে সমাবেশ করে এক চুক্তি করেন।

বাংলাদেশও এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। এরপর ২০০৭ সালের ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালি শহরে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব আবহাওয়া সম্মেলন। এতে সারা বিশ্বের প্রায় দুই'শ দেশ থেকে হাজার হাজার প্রতিনিধি যোগ দেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে, পরিবেশ বিপর্যয় রোধে ২০০৯ সালে একটি কার্যকর চুক্তি করা হবে।

এখন আমাদের কাজ হল, আমাদের দেশকে রক্ষার জন্য উপকূলীয় অঞ্চলের লবণাক্ততা ও জলাবদ্ধতাসহ বিভিন্ন দুর্যোগ বিষয়ে বিশ্ব সভায় জোরালো বক্তব্য রাখা। কিয়োটো চুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য ধনী দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানাতে হবে। জলবায়ুর পরিবর্তন হলে বাংলাদেশে ভূমিকম্প, সুনামী, বন্যা, খরা- এসকল বিপর্যয়ও

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে বাংলাদেশের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হবে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এসব বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রযুক্তি ও সম্পদ দাবি করতে হবে।

ACCU
Asia/Pacific Cultural Centre for UNESCO

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন
বাড়ি নং ১৯, সড়ক নং ১২ (নতুন) ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৮৮০২-৮১১৬৫২১, ৮১১৯৫২২, ৮১১৫৯০৯
ফ্যাক্স: ৮৮০ ২-৮১১৩০১০, ৮১১৮৫২২
ই-মেইল: dambgd@bdonline.com.
ওয়েবসাইট: www.ahsaniamission.org

উপকূলীয় পরিবেশ বিপর্যয় মোকাবেলা

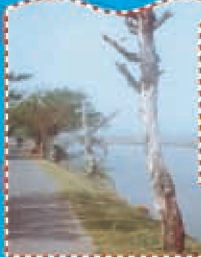

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন